অগ্নি সংস্কার

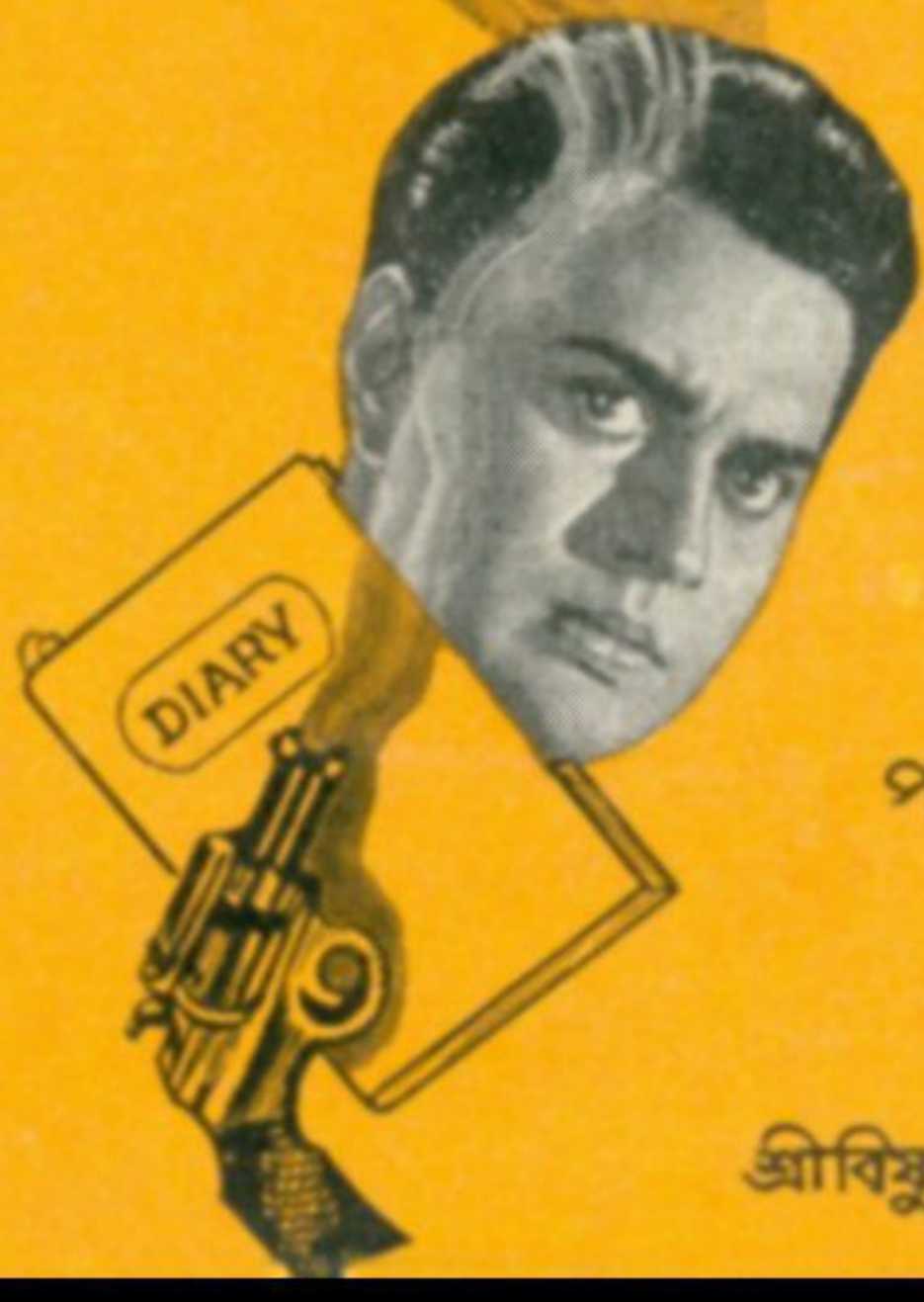

পরিচালনা : **অগ্রদূত**

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রা: লি:-এর নিবেদন

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ-র প্রথম নিবেদন

অগ্নি সংস্কার

পরিচালনা : অগ্রদূত

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিনয় চট্টোপাধ্যায়

চিত্র শিল্পী :	বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ	গীতিকার :	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শব্দযন্ত্রী :	যতীন দত্ত	শিল্পনির্দেশক :	সত্যেন রায়চৌধুরী
সম্পাদক :	বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	রূপসজ্জা :	বসীর আমেদ
প্রধান ব্যবস্থাপক :	মঙ্গলময় মুখোপাধ্যায়	স্থিরচিত্র :	ক্যাপ্‌স্ ফটোগ্রাফী
ব্যবস্থাপক :	নিতাই সিংহ ও রমেশ সেনগুপ্ত	সেটিং :	কালো দাস

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

: সহযোগিতায় :

পরিচালনায় : সলিল দত্ত ও দেবাংশু মুখোপাধ্যায় ● সংগীতে : সমরেশ রায় ● চিত্রশিল্পে : অশোক দাস
শব্দযন্ত্রে : অনিল নন্দন ও শৈলেন পাল ● শিল্প ও দৃশ্য সজ্জায় : জগবন্ধু সাউ ● রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম
আলোক নিয়ন্ত্রণে : কেনারাম হালদার, কৃষ্ণ দাস, জগত ভগত, রাম বিসওয়াল, ব্রজেন দাস, বেনু ধর,
মঙ্গল সিং ও কালীচরণ ● ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ দে ● সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ।

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে : **সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

কারখানার দৃশ্যাবলী গ্রহণে কর্মবীর শ্রীআলামোহন দাস, ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী লিমিটেড এবং তার কর্মীবৃন্দের সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

মোহর চাঁদ দাঁ ; দি আর্ম্মারী, ম্যাডান ষ্ট্রীট ; মিত্র লাইব্রেরী, কলিকাতা-৪০ ;
রাখাল চন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স, প্রখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও মণিকার ;
আনন্দবাজার পত্রিকা।

শ্রেষ্ঠাংশে :

উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জি, ছবি বিশ্বাস

বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, শিশির বটব্যাল, শিশির মিত্র,
নীতীশ মুখার্জি, শৈলেন মুখার্জি, বীরেশ্বর সেন, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, সুশীল দাস, অনিল ভট্টাচার্য্য, রথীন ঘোষ,
দিলীপ ঘোষ, পাঁচু ভট্টাচার্য্য, শৈলেন গাঙ্গুলী, কমল মিশ্র, শশাঙ্ক সোম প্রভৃতি।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে রীভস্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটারীতে শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

প্রযোজনা ও পরিবেশনা—শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

গল্পাংশ

স্বামীর মৃত্যুর পর সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ভেঙ্গে পড়েন'নি মিসেস রায়। সব দুঃশ্চিন্তা, সব দুঃখ বুকে চেপে রেখে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর গড়ে তোলা কারখানা—রাঘবপুর ইনডাষ্ট্রিজ্-এর কর্তৃত্বভার।

মিসেস রায়ের স্বামীর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—স্ত্রীর ওপর প্রচণ্ড অভিমানে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। ...দুঃখ যখন আসে, একা আসে না। উপযুক্ত পুত্র অলককে মানসিক ব্যাধির জন্যে স্যানাটোরিয়ামে পাঠাতে হয়েছে। নিজে হার্টের অসুখে এক রকম পঙ্গু। .....কারখানার ম্যানেজার বীরেনের অত্যাচারে কর্ম্মীদের মধ্যে জেগেছে দারুণ অসন্তোষ।

সুকৌশলে বিরোধের নিষ্পত্তি মিসেস রায় নিজেই করে দিলেন। বীরেনের জায়গায় কারখানার ম্যানেজার নিয়োজিত হ'ল, কারখানারই জনপ্রিয় তরুণ ইঞ্জিনিয়ার রজত চৌধুরী। ব্যবস্থা হ'ল—মিসেস রায়ের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে কারখানার পরিচালনার ব্যাপারে যোগাযোগ রাখবে সুমিতা।

সুমিতা তাঁদেরই এক পুরাতন কর্ম্মচারীর মেয়ে। দেশ বিভাগের নানা বিপর্য্যয়ের পর সুমিতাদের পরিবারটি মিসেস্ রায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য আর সহানুভূতি পেয়েই সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাস করছে। প্রত্যেকটি লোকই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। মিসেস রায় সুমিতাকে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মনের মত করে মানুষ করছিলেন। তাঁর গোপন ইচ্ছা ছিল, অলক সুস্থ হ'য়ে ফিরে এলে সুমিতাকে পুত্রবধু করে এ বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত করবেন।

সুমিতার কাছে অলকের মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা সম্পূর্ণ গোপন করা হয়েছিল—যেমন গোপন করা হয়েছিল—মিসেস রায়ের মনের এই বাসনা।

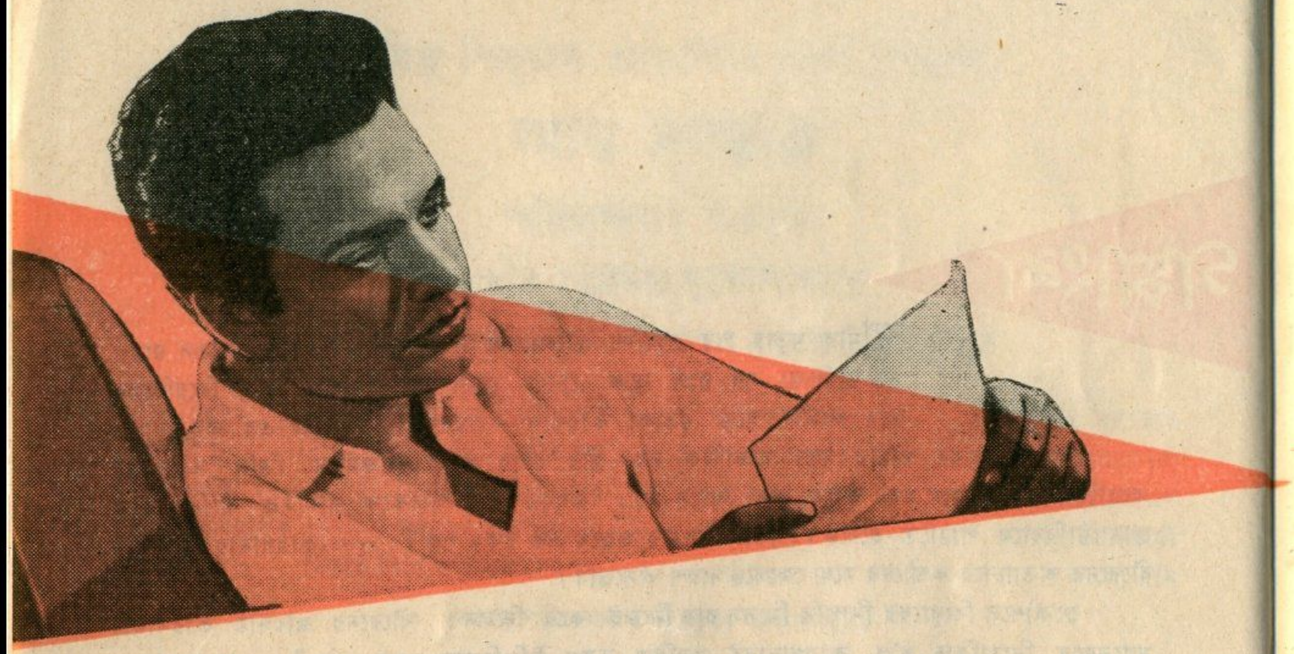

কারখানার কাজের সূত্র ধরে—সুমিতা আর রজতের যে পরিচয়ের সূত্রপাত—তা ক্রমে মনের নিবিড়তর পরিচয়ে পরিণত হ'ল।—তারা দুজন দুজনকে ভালবাসলো।

এই সময় মিসেস রায় অলককে স্যানাটোরিয়াম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার সঙ্কল্প করলেন। ছেলেকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে কারখানার সকল ভার তার হাতে তুলে দেবেন। বিশেষজ্ঞ ডাঃ সেনের মতও তাই। ব্যারিষ্টার ভাই নলিনীকিশোর তার ভাগ্নেকে আনতে গেলেন—কিন্তু মামাকে দেখেই ভাগ্নে সেই স্যানাটোরিয়াম থেকে নিরুদ্দেশ হ'ল। অনেক বিবেচনার পর মিসেস রায় নতুন ম্যানেজার রজতকে অনুরোধ করে কলকাতায় পাঠালেন, অলককে খুঁজে আনবার জন্যে। রজতের কাছে গোপন করলেন তিনি তার অস্বাভাবিকতা—বললেন ঃ তাঁর সঙ্গে মত বিরোধ হওয়াতেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে—খবর পাওয়া গেছে সে কলকাতাতেই আছে।.....

খুব সামান্য দিনের মধ্যেই রজত ফিরে এ'ল অলককে নিয়ে—ইতিমধ্যেই অলক তার অতি অনুরক্ত বন্ধু হয়ে গেছে। বাড়িতে পদার্পণ করেই অলকের মনের এক আমূল পরিবর্ত্তন হ'ল। ...সুমিতাকে দেখেই তার চোখে ফুটে উঠল এক মধুর স্বপ্নাবেশ।

যেদিন সে সুমিতার কাছে নিজের প্রেম নিবেদন করে—মিসেস রায়ও সেদিন তার মনের গোপন ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন সুমিতার কাছে—তার মত জানতে চাইলেন। ক্ষুব্ধ বিমূঢ় সুমিতা কোন উত্তর দিতে পারে না—। তার এই মৌনতাটুকু সম্মতির লক্ষণ বলেই ধরে নিলেন মিসেস রায়।

সেই রাত্তেই রজতের কাছে ছুটে গেল সুমিতা। সব কিছু শুনে অবিচলিত কণ্ঠে রজত জানায়—প্রেমের চেয়ে বড় হচ্ছে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করা।

সুমিতার চোখে পৃথিবীর সব আলোই নিভে যায়। সুমিতা স্বীকার করে সে কথা। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানায় ঃ রজতকে তা'হলে এই রাঘবপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে—কারণ, রজতকে সামনে রেখে কৃতজ্ঞতার কাছে আত্মবলি দেবার মত শক্তি তার নেই।

রাঘবপুর ছেড়ে চলে গেল রজত।

এদিকে অপমানাহত পুরাতন ম্যানেজার বীরেন সুযোগমত সুমিতা আর রজতের গোপন পরিচয়ের একটা নোংরা ইঙ্গিত সুকৌশলে অলকের কাছে প্রকাশ করলো। সন্দেহ জাগলো অলকের মনে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সুমিতাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো সে।

চরম পরীক্ষার জন্যে অলক, রজতকে আবার বহু অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনলো। রজত এলে,

নিজে কয়েক দিনের জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছে বলে ঘোষণা করে—আড়াল থেকে রজত ও সুমিতাকে লক্ষ্য করতে লাগ্‌লো।

সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না।

এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে রজতকে হত্যা করতে যায় অলক, কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়।

আর সেই দিনই এক চরম বোঝাপড়া ক'রে রজত সেখান থেকে আবার চলে যায়।

অক্ষম আক্রোশে হিংস্র অলোক সুমিতাকেও হত্যা করবার চেষ্টা করে।

রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে সুমিতা কলকাতায় রজতের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এই ঘটনার পর রজতের, সুমিতাকে বিবাহ করার আর বোধ হয় কোন বাধাই থাকে না।

বিয়ের আগে এক কাতর আহ্বান আসে অলকের কাছ থেকে, রজতকে একটিবার তার সঙ্গে দেখা করতে হবে—রাঘবপুরে। অনুতপ্ত অলকের সেই কাতর অনুনয় উপেক্ষা করতে পারে না রজত —রাঘবপুরে যায় সে।

সুমিতার বিবাহে বহুমূল্য গহনা উপহার দিতে চায় অলক। তার কাতর অনুনয় দেখে করুণা হয় রজতের। গহনা নিতে শেষে সে স্বীকৃত হয়। সেই সুযোগে কোন এক ছলে নিজের রিভলভারের ওপর রজতের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে নেয় অলক। অলকের বিকৃত মনের অন্তরালে যে পৈশাচিক ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে, তার আভাস মাত্রও পায় না রজত।

রজত চলে যাবার পরেই নিজের রিভলভারের গুলিতেই আত্মহত্যা করে অলক, রিভলভারের ওপর রজতের হাতের ছাপটা অবিকৃত রেখেই।

বিবাহ মণ্ডপেই অলককে হত্যা করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় রজতকে।

বিচারে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল।

আপিলের আবেদনও না-মঞ্জুর হ'য়ে ফিরে আসে।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে রজত।

পরের ঘটনা পর্দার গায়েই দেখা ভাল।

সঙ্গীতাংশ

(১)

এই সুন্দর রাত্রি আকাশ পারে,
তারার প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যায়।
আর স্বপ্ন আবেশে মোর মুগ্ধ নয়ন
আজ যেন অদেখারে খুঁজে পায়।
আজ প্রাণে মোর হাওয়া দিল ছন্দ,
ফুল উপহার দিল তার গন্ধ।
শুধু আমার মনের এই নিভৃতে,
কোন্ কবির কবিতা ভাষা চায়।
কত স্বপ্নে কত রঙ্গে, বাঁশি বাজল সারা অঙ্গে।
কোন্ রূপময় রূপেরই পরশে,
হ'ল মুখরিত মনোবীণা হরষে—
এই ফাগুনেরই উচ্ছল প্রহরে
আজ কোন সুরে পাখী ঐ গান গায়।

(২)

আমার দুয়ারখানি বাতাস এসে দেয় যে খুলে,
বন্ধু আমার এল কিনা দেখি নয়ন তুলে।
একি স্বপ্ন, একি মায়া, কেন শুধু মনে হয়,
কাজ ফুরান সাঁঝের ছায়ায় ভরে এ হৃদয়
কে জানে কি ভাবে যে মন মনের ভুলে।
কুলায় ফেরে বলাকার পাখারা ছায়া ফেলে,
দিন ফুরাল অস্তরাগের স্বর্ণ আবীর ঢেলে।
এই লগ্নে আনমনে শুধু ভাবি বারে বার,
পথ চেয়ে আজ না হয় কাটুক প্রহর আমার
সেই সে খেয়া আসবে কখন আমার কূলে।

(৩)

একটি সুখের নীড় চেয়েছিনু শুধু আমি—
সেই কি আমার অপরাধ!
বলগো নিয়তি ব'ল কেন কেড়ে নিলে তবু
হৃদয়ের এই টুকু সাধ।
যে অতিথি এসেছিল মোর এই দ্বারে,
পারিনি তো এত করে ঠাঁই দিতে তারে—
মনের কথাটি মোর হ'ল যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ।
যে মালা গেঁথেছি তারে পরাতে,
ফুলগুলি জানি তার হবে ঝরাতে।
কে আমায় বলে দেবে কোন পথে যাবো,
কোথা গেলে এতটুকু সান্ত্বনা পাবো—
সহিতে হবে যে তবু সীমাহীন এই অবসাদ।

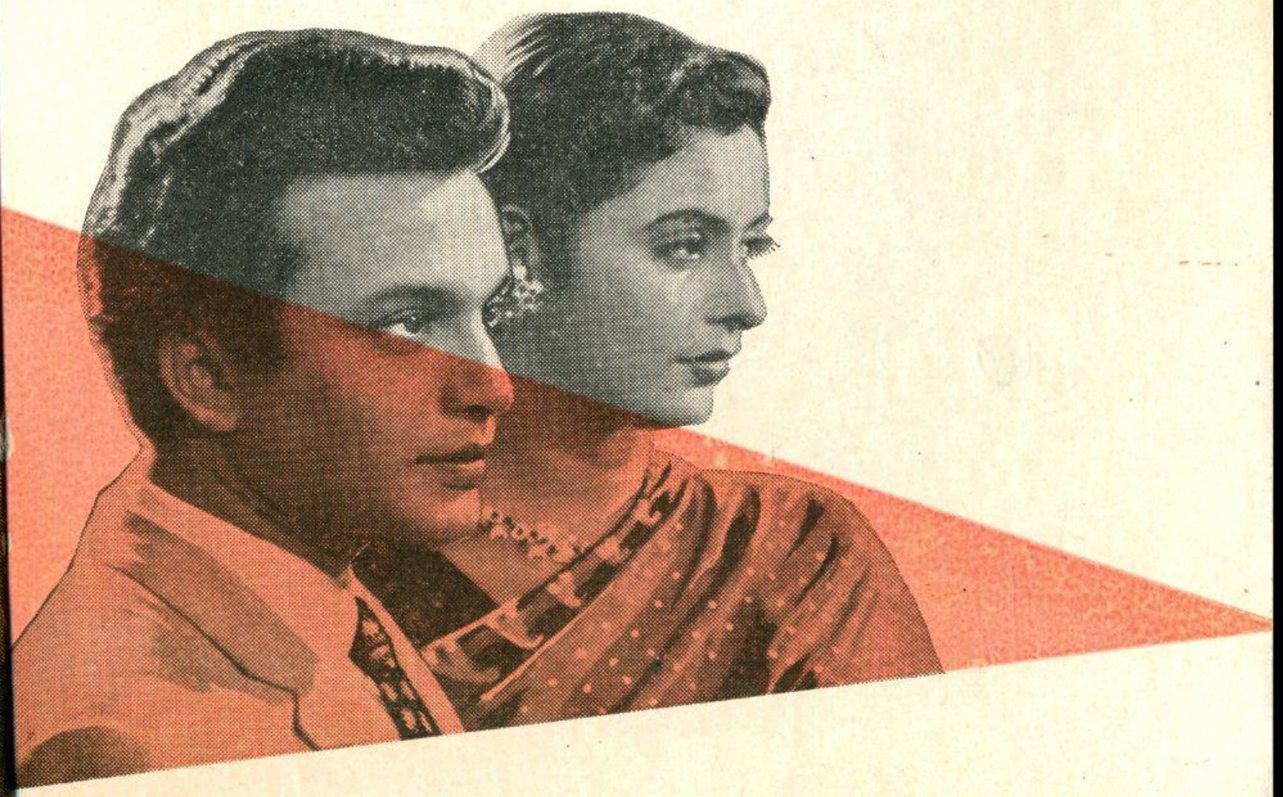

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রা: লি:-এর পরবর্তী নিবেদন

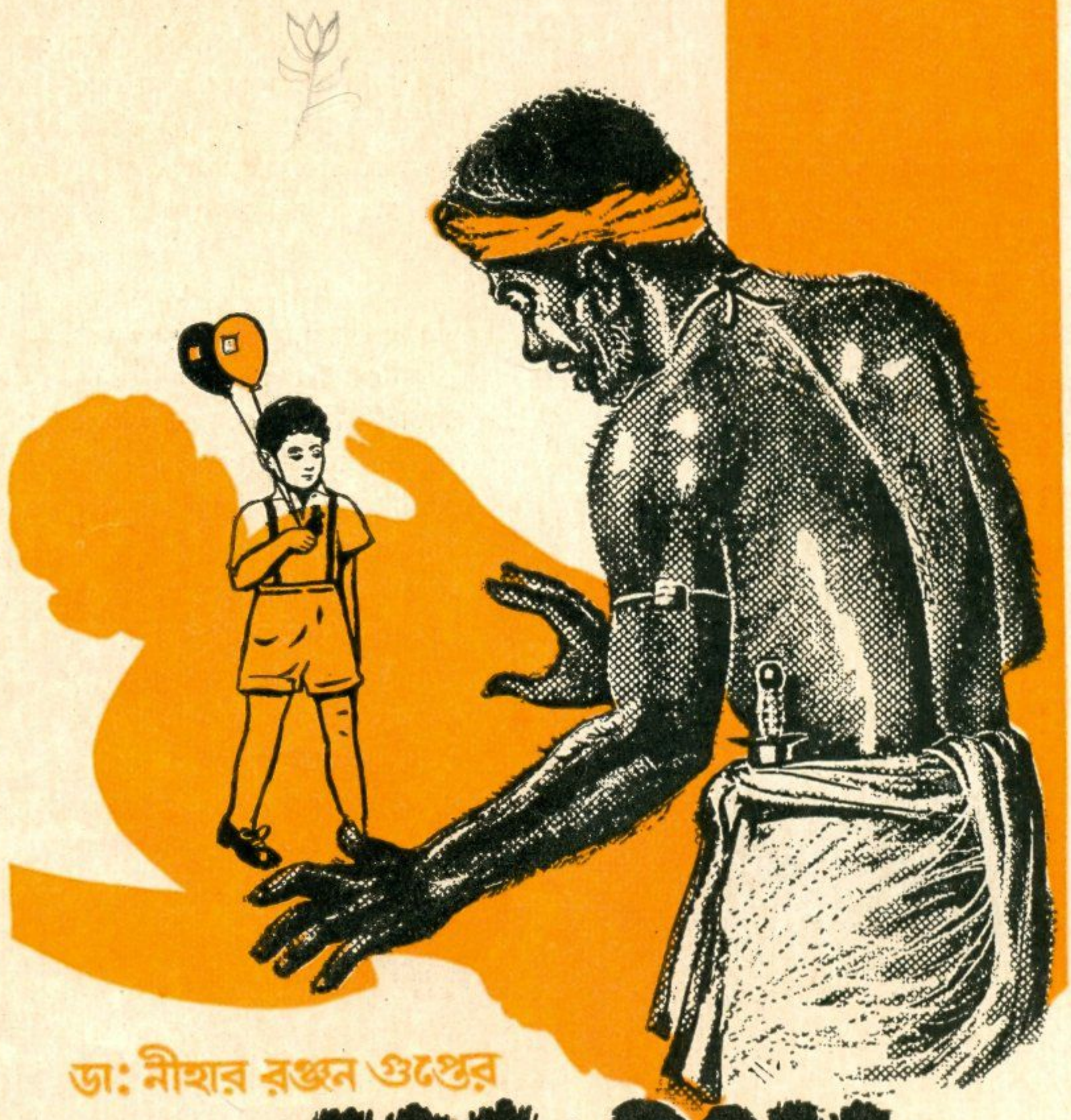

ডা: নীহার রঞ্জন গুপ্তের

বাদশা

পরিচালনা: অগ্রদূত

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলংকরণে : 'কলাবিদ' • মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা— ১৩